Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:নাছরিন আরা

রোলঃ 23090121700

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:নাছরিন আরা

রোলঃ 23090121700

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:নাছরিন আরা, আইডিঃ 23090121700 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Nasrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছা:নাছরিন আরা

আইডিঃ 23090121700

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:.....5

মক্তবের গুরুত্ব :.....13

মক্তব প্রতিষ্ঠার সামাজিক গুরুত্ব:.....17

মক্তবে পড়ার সুফল :.....19

মক্তব নিয়ে ষড়যন্ত্র:.....20

সচেতনতা ও সতর্কতা প্রয়োজন :.....21

মক্তবের মূল কাজ:.....22

নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ:.....26

মকতব আদর্শ বিদ্যাপীঠ:.....27

মক্তব শিক্ষার উদ্দ্যেশ্য :.....28

উপসংহার:.....30

ভুমিকা:

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের প্রবৃত্তির দুর্বলতা ও কর্মের ত্রুটির থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এছাড়াও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। আল্লাহ তার ওপর, তার পরিবার ও সাহাবীদের ওপর শান্তি ও বরকত নাজিল করুন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত সৎপথে চলবে, তাদের ওপরও রহমত বর্ষিত করুন্
অত:পর মক্তবের প্রয়োজনীয়তার ব্যপারে একটি সংক্ষিপ্ত লেখনী যাতে প্রারম্ভিক উৎপত্তি, শিক্ষার লক্ষ্য, মৌলিক শিক্ষাদান, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিকীকরণ ইত্যাদি আলোচনা।করা হয়েছে।

মক্তব ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা মুসলিম শিশুদের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রাথমিকভাবে এটি শিশুদের জন্য ইসলাম ও কোরআন শিক্ষা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণত মসজিদ বা মাদরাসার সাথে সংযুক্ত হয়ে মকতব পরিচালিত হতো। সেখানে ইমাম সাহেবগণ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন, যারা শিশুরা কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, হাদিস, আচার-আচরণ, নৈতিক শিক্ষা এবং ইসলামের মৌলিক বিধি শিখত।
ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোনো আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। তবু ইসলাম শিক্ষার জন্য মসজিদকে মূল কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে এসে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন, যা মানবজাতির প্রথম শিক্ষাগার হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার নির্দেশনা দিয়েছেন। কোরআনুল কারিমে বলা হয়েছে:

“পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন
।” (সূরা আলাক, ১)
নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:
“ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।” (সুনান
ে ইবনে মাজাহ, ১/৮১)
এ থেকে স্পষ্ট যে ইসলামে শিক্ষা গ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে দীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে। মকতব সেই প্রাথমিক কেন্দ্র, যেখানে শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা, আদব-কায়দা, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা, এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা হয়।
মক্তবের অর্থ:
মকতব শব্দটি আরবি 'মাকতাব' শব্দের বাংলা রূপ। যার অর্থ, লেখার স্থান, শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয়। মুসলিম শিশুদের যেখানে ইসলামী প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে মকতব বলে। সাধারণত মসজিদ বা মাদরাসা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এই মকতব। যার তত্ত্বাবধানে থাকেন মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ।সাধারণত মক্তব শিশুদের প্রাথমিক দ্বিনী শিক্ষাদানের স্থান যেখানে শিশুদের কুরআন শিক্ষা আরবি অক্ষর চেনা নৈতিকতা ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো শেখানো হয়।
মক্তবের প্রারম্ভিক ইতিহাস:
প্রথম দিকে ইলমে দ্বীনের চর্চা ছিল প্রধানত মসজিদভিত্তিক। মক্কায় গোপনীয়ভাবে এর সূচনা হলেও মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী-ই ছিল দ্বীনী ইলমের প্রথম কেন্দ্র। এরপর বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হলে ইলম চর্চার প্রসার ঘটতে থাকে। মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক এক করে মুসলমানদের দখলে আসার পর যখন মিসর, ইরাক দামেশক ইত্যাদি দূর দেশ বিজিত হল তখন সেসব দেশেও মসজিদ ও মসজিদভিত্তিক শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে। পাশাপাশি আলাদাভাবেও বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই একদিন অর্ধ পৃথিবীজুড়ে দ্বীনী ইলমের চর্চা প্রসারিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া শাসনামলে সিন্ধু উপকুলে ইসলামের আগমন ঘটে। ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খৃ.)

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম সিন্ধু জয় করলে এ অঞ্চল ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে আসে। তখন থেকেই বহু তাবেয়ী-তাবে তাবেয়ী এ দেশে দ্বীনী ইলমের বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ৩৯০ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ গযনবী ভারত জয় করেন। সুলতান মাহমুদ দেশের অভ্যন্তরে মসজিদ-মাদরাসা স্থাপনে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। ৪০৯ হিজরীতে কনৌজ বিজয়ের পর গযনীতে ফিরে এসে তিনি একটি আকর্ষণীয় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যে মসজিদের বিস্তারিত বিবরণ তারীখে ফিরিশতায় উল্লেখিত হয়েছে। -ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পৃ. ২০ বাংলায় মকতব-মাদরাসার সূচনা সুলতানী আমলে (১২০১-১৫৭৬ খৃ.) খানকাগুলো ছিল মাদরাসার প্রাথমিক রূপ। পীর-আওলিয়াদের এসব খানকায় বয়স্কদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র চর্চা শুরু হয়। এরপর মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে মকতব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মকতব শিক্ষার কেন্দ্র ছিল খানকা, মসজিদ, মসজিদের চত্বর আবার কখনো কখনো কোনো মুসলমানের কাচারী ঘর বা বৈঠকখানা।-বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব শিক্ষা কমিশনের ১৮৮২ সালের রিপোর্টেও মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, উপমহাদেশে আগত মুসলমানরা অন্যান্য দেশের মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করেছিলেন। ধনী মুসলমানরা এ কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করতেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, পাঠ্যসূচির ব্যাপক পরিবর্তন ও জাগতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মসজিদ ছাড়াও আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজে অনুভূত হতে থাকে। এবং এদেশে মক্তব শিক্ষার প্রসার ঘটে।

মুসলিম সমাজে মক্তবের বিকাশধারা:

মক্তব ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই মুসলিম সমাজের ভিত্তিমূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের চরিত্র, আখলাক, ঈমান ও ইবাদতের মৌলিক দিক গঠনে মক্তব যুগে যুগে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। এর বিকাশধারা চারটি প্রধান সময়কাল অনুসারে ব্যাখ্যা করা যায়-

১. নবী যুগে মক্তবের সূচনা

ইসলামে সংগঠিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয় রাসুলুল্লাহ-সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে।
মসজিদে নববী ছিল ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র; এখানেই শিশু ও নতুন মুসলিমদের কুরআন, নামাজ ও আখলাক শেখানো হতো।
সুফফা ছিল এক ধরনের আবাসিক মক্তব, যেখানে তরুণ সাহাবীরা কুরআন, হাদীস ও দাওয়াহ শিখতেন।
সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাহাবী বাড়িতে বা ছায়াতলে শিশুদের শিক্ষাদান করতেন।

২. খোলাফায়ে রাশেদী যুগে সম্প্রসারণ

ইসলাম বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে নতুন নতুন অঞ্চলে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়।
কুরআন শিক্ষা ও ভাষাগত শুদ্ধতা রক্ষায় অনেক শহরে আনুষ্ঠানিক মক্তব নির্মাণ করা হয়।শেখানো হতো: কুরআন, আরবি ভাষা, লেখাপড়া, প্রাথমিক আকীদা, নামাজের পদ্ধতি।
৩. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সংগঠিত মক্তবব্যবস্থা

এ সময় মক্তব আরও কাঠামোবদ্ধ রূপ পায়।কাত্তাব বা কুত্তাব নামে পরিচিত পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম তৈরি হয়।অনেক শহরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মক্তব চালু হয়। মক্তব থেকে অগ্রসর শিক্ষার্থীরা মাদরাসা পর্যায়ে যেত; ফলে ইসলামী শিক্ষার ধারায় অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি হয়।

৪. অটোমান, আন্দালুস ও মধ্যযুগীয় মক্তবের সমৃদ্ধি

মসজিদ-মক্তব পাশাপাশি ওকাফ (ওয়াকফ) ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিঞ্জুসহায়তা পেতে থাকে।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই, খাদ্য ও শিক্ষকের সম্মানী প্রদান করা হত।

আন্দালুসে (স্পেন) মক্তব ছিল উচ্চমানসম্পন্ন; বিজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষার ভিত্তিও সেখানেই গড়ে ওঠে।

এই যুগে মক্তব শিশুদের সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও পারিবারিক সংস্কার শেখানোর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

উপমহাদেশে মক্তবের বিকাশ:

মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকেই উপমহাদেশে মক্তব গড়ে ওঠে।

ঈদগাহ, মসজিদ ও খানকাহ কেন্দ্রিক মক্তব ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৮ ও ১৯ শতকে ব্রিটিশ শাসন মক্তবের ওপর প্রভাব ফেলে-বহু জায়গায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে দারুল উলুম দেওবন্দসহ বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান পুনরায় কমিউনিটি-ভিত্তিক মক্তব জাগিয়ে তোলে।গ্রামাঞ্চলে নূরানি, মক্তব, বেসরকারি ও মসজিদ-মক্তৰ প্রচলিত হয়।

* আধুনিক যুগে মক্তবের রূপান্তর

এখন মক্তব দুটি ধারায় বিকশিত হচ্ছে-

(ক) ঐতিহ্যভিত্তিক কুরআন ও আকীদা শিক্ষা

(খ) সমন্বিত/ইন্টিগ্রেটেড মক্তব: কুরআনের সাথে গণিত, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনলাইন মক্তবও জনপ্রিয় হচ্ছে।

বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকারিভাবে মক্তবকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার অংশ করাও দেখা যাচ্ছে।

* সমসাময়িক মুসলিম সমাজে মক্তবের গুরুত্ব

নৈতিক ও ঈমানভিত্তিক প্রজন্ম তৈরি

সামাজিক পরিবেশকে ধর্মীয় মূল্যবোধে দৃঢ় করা

কুরআন তিলাওয়াত ও মৌলিক ইবাদতের প্রশিক্ষণ
মুসলিম পরিচয় ও সংস্কৃতি রক্ষা
ধর্মীয় চেতনায় পরিবার ও সমাজকে সুসংগঠিত রাখা।
মক্তব প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ভিত্তি-
মক্তব ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মূল ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এটি শিশুর চরিত্র, আচরণ, বিশ্বাস ও সামগ্রিক মানসিক গঠনকে ইসলামী আদর্শে নির্মাণ করার প্রথম ধাপ। নিচে মক্তব প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ও তার দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হলো—
১. ঈমান ও আকীদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা
মক্তবের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুর অন্তরে তাওহীদ, নবুয়ত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলা।
শিশুর ঈমানী পরিচয় তৈরি
সঠিক আকীদার বীজ রোপণ
ইসলামি মূল্যবোধের সূচনা
এর মাধ্যমে শিশু জীবনের শুরুতেই তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (Worldview) ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. কুরআন শিক্ষাকে সমাজের মূলধারায় আনা
মক্তবের সবচেয়ে মৌলিক উদ্দেশ্য কুরআন শিক্ষা ও শুদ্ধ তাজবীদ শেখানো।
কুরআন পাঠ, মুখস্থ ও বুঝতে সহায়তা
দীন-জীবনের মৌলিক জ্ঞান শিখানো
ইসলামী শিক্ষাদর্শে কুরআন মানুষের আত্মার আলো এবং সমাজ পরিবর্তনের প্রধান উৎস—এ দর্শন থেকেই মক্তবের উৎপত্তি।
৩. নৈতিক ও চরিত্র গঠন
ইসলামী দর্শনে "আখলাক" শিক্ষা একটি মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
মক্তবে শিশু শেখে—
সত্যবাদিতা

শিষ্টাচার
পরোপকারিতা
শৃঙ্খলা
বড়দের সম্মান
এগুলো ইসলামী নৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে শিশুকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
৪. ইবাদত ও আমলের মৌলিক প্রশিক্ষণ
মক্তব শিশুকে ইসলামি ইবাদতের সাথে পরিচিত করে—
ওজু, নামাজ, দোয়া,দৈনন্দিন সুন্নাহ, হালাল–হারাম,ইসলামী দর্শনে 'ইবাদত' হলো মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। তাই ইবাদতের প্রশিক্ষণ মক্তবের দর্শন ও উদ্দেশ্যের এক কেন্দ্রীয় অংশ।

৫. সামাজিকীকরণ ও সামষ্টিক চেতনা গঠন

মক্তব শিশুদের পারস্পরিক সহযোগিতা, ভাই-ভাই সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ও সমাজসেবা শেখায়।
ইসলামী দার্শনিক ধারণা অনুযায়ী, মানুষ একা নয়—সমাজের অংশ। তাই মক্তব শিশুদের মধ্যে "উম্মাহর" ধারণা জাগিয়ে তোলে।

৬. ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরিচয় সংরক্ষণ

মক্তব শিশুকে তার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে যুক্ত রাখে।
দর্শনের দিক থেকে এটি সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ও আত্মপরিচয় রক্ষার প্রতিষ্ঠানগত ভূমিকা পালন করে।

৭. ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic View of Life) উপলব্ধি করানো

মক্তব শেখায় যে—

ইসলাম শুধু নামাজ-রোজা নয়; বরং জীবনের সব ক্ষেত্রের সমন্বিত দিকনির্দেশনা। এই ভাবনা ইসলামী জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

৮. দীন ও দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য গঠন

মক্তবের দর্শন হলো—

দুনিয়াবি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে দ্বন্দ্ব হিসেবে না দেখে, বরং সমন্বিত একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখা।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিকে ভারসাম্যমূলক করতে মক্তব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি

ইসলাম পরিবার-কেন্দ্রিক সভ্যতা।মক্তব শিশুকে—

পিতা-মাতার হক

প্রতিবেশীর হক

সমাজের প্রতি কর্তব্য

এসব শিখিয়ে ভবিষ্যৎ দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করে।

অপরাধ দমনে মক্তবের প্রয়োজনীয়তা:

বর্তমান প্রজন্ম কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম ও ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে শুধু বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। অর্থ উপার্জনই হয়ে দাড়িয়েছে জীবনের পরম লক্ষ্য। ফলে সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায় ও অনৈতিক কাজের প্রসার ঘটছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপকতায় সমাজ, রাষ্ট্র থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা হারিয়ে গেছে। অথচ যারা এসব কাজে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের প্রায় সবাই জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষিত ও মেধাবী হয়েও শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের অভাবেই তারা এসব অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে। দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়েই রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র নীতিমালা। শিশু, যুবক, প্রৌঢ় সকল স্তরের মানুষের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কল্যাণধর্মী ও সময়োপযোগী বিধান। আর এজন্যই ইসলাম প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম অর্জন করাকে অপরিহার্য করে

দিয়েছে। যেন অজ্ঞতার অজুহাতে ইসলামের কোনো বিধান অসম্পন্ন না থেকে যায়। ইলম অর্জনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফরয।

মক্তবের গুরুত্ব :

ইলম অর্জনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,
প্রতিটি মুসলিমের জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফরজ।উপরোক্ত হাদিস থেকে দ্বীনি ইলম অর্জনের শরয়ী হুকুম ও গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তা হল, প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয; প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রত্যেকের জন্য ফরয নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামের সকল আহকাম প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কদের উপর আরোপিত হয় এবং তাদের জন্য এসব আহকাম পালন করা আবশ্যকীয় হয়। তবে একজন মুসলমান প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর অজ্ঞতার অজুহাতে শরীয়তের কোনো হুকুম পালনে অলস বা উদাসীন না হয় এজন্য শৈশব থেকেই তাদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়ার তাকিদ করা হয়েছে। আর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অভিভাবকদের উপর। নিজ সন্তানের তালীম-তরবিয়তসহ যাবতীয় বিষয় নিশ্চিত করতে অভিভাবকদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, তরজমা : ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।’-সূরা তাহরীম : ৬ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তরজমা : তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং অভিভাবক বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ এটি শিশুদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, যেমন কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজের নিয়ম শেখানোর পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি মক্তব শিশুর প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান তৈরিতে সাহায্য করে এবং সমাজের নৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করতে সহায়তা করে, যা আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি। মক্তবের প্রয়োজনীয়তার মূল কারণসমূহ:

ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি: মক্তব শিশুদের কোরআন তেলাওয়াত, হাদিস ও ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান শেখানোর মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানকে মজবুত করে।
নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন: মক্তব শিশুদের মধ্যে ইসলামিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ভালো আচরণের ভিত্তি স্থাপন করে, যা তাদের ভবিষ্যতের জীবন গঠনে সাহায্য করে। সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি: মক্তব শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সামাজিক নিয়মকানুন এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক।
ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা:
মক্তব ঐতিহ্যগতভাবে একটি শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা, যা আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মূলধারার শিক্ষার পরিপূরক: যে সব শিশুরা স্কুলে পড়ে, তাদের জন্য মক্তব একটি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যেখানে তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। ইসলামী শিক্ষার প্রথম সোপান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের সময়ে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য আলাদা কোনো মক্তব ছিল না । সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের কে ঘরেই শিক্ষা দিতেন। সাধারণত কথা বলা শিখলেই তারাবাচ্চাদের সাতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াতেন। সাত বছর বয়স থেকে তাদের কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজের পদ্ধতী শিক্ষা দিতেন। হযরত উমর রা এর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি এসব মক্তবে শিক্ষক নিয়োগ দেন । মদীনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি মক্তবের শিক্ষকদের মাসিক ১৫ দিরহাম ভাতা দেয়া হতো ।বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা বুঝা যায় হযরত উমরের শাসনামলে মক্তবগুলোতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। আইয়ুব বিন হাসান রাফেয়ী বলেন, আমরা প্রতি শুক্রবার মদীনার মক্তবের বাচ্চাদের সাথে বাইরে যেতাম। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলিমরা বিজীত অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষার দিকেও মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা এসব মক্তবে পড়াশুনা করতো। হেমসের বিখ্যাত কবি আদহাম বিন মেহরাজ বাহেলি এমনই এক মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পুরো মুসলিম

বিশ্বে মক্তব প্রতিষ্ঠার এই ধারা এতোটাই বেগবান হয় যে, বিখ্যাত পর্যটক ও ভুগোলবিদ ইবনে হাউকাল সিসিলির একটি শহরেই তিনশো মক্তব দেখেছেন। এসব মক্তবে শিশুরা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান ও কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শিখতো । হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে এমনই এক মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, হাজ্জাজ রুটির বিনিময়ে বাচ্চাদের পড়াতেন। জনৈক কবি তাই হাজ্জাজকে কটাক্ষ করে লিখেছিলো, أ ينسى كليب زمان الهزال و تعليمه سورة الكوثر رغيف له فلكة ما ترى و آخر كالقمر الأزهر। কুলায়ব (কুকুর ছানা) কি ভুলে গেছে সেই কংকালসার দিনগুলোর কথা, যখন সে রুটির বিনিময়ে সুরাতুল কাউসার শিক্ষা দিত। হরেক রকমের রুটি, কোনোটা ফোলা ফোলা , কোনোটা উজ্জ্বল চাদের মতো গোল। (অনুবাদ : শায়খ আবু তাহের মিসবাহ) যাহহাক ইবনে মুজাহিম কুফার একটি মক্তবে পড়াতেন। তার মক্তবে তিন হাজার ছাত্র পড়তো। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন আবুল কাসেম বলখীর মক্তবের কথা। তার মক্তবেও তিন হাজার ছাত্র ছিল। তিনি গাধায় চড়ে ছাত্রদের চারপাশে চক্কর দিতেন এবংতাদের দেখাশোনা করতেন। তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে প্রচুর মক্তব গড়ে উঠে। কিছু কিছুমক্তব ছিল শুধু সুলতান ও আমিরদের সন্তানদের জন্য। সাধারনত প্রাসাদের এক কক্ষ এসব মক্তবের জন্য নির্ধারিত ছিল। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ বিন আলী (মৃত্যু ৩৯৯ হিজরী) ছিলেন কাইরাওয়ানের বিখ্যাত আলেম। তিনি নিজের গ্রামের মক্তবে শিশুদের পড়াতেন। এসব মক্তবে কখনো কখনো একের অধিক শিক্ষক থাকতো। সিসিলির মক্তবগুলোতে কমপক্ষে পাচজন শিক্ষক থাকতো। একজন থাকতেন প্রধান। তিনি সব দেখভাল করতেন।একারনে সিসিলিতে প্রচুর মক্তব শিক্ষক ছিলেন। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন শুধু পালের্মো শহরেই ৩০০ মক্তব শিক্ষক ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ও ফকীহরা তাদের বাল্যকালে এসব মক্তবেই প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী নিজের বাল্যকালের কথা বলেছেন, ‘আমি ছিলাম এতীম। আমার মা আমাকে মক্তবে ভর্তি করেন। কোরআনুল কারীম খতম করার পর আমি মসজিদে প্রবেশ করি এবং উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসি। ইবনে আব্দুল বার ‘জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি’তে এই বর্ননা এনেছেন। আবু মুসলিম খুরাসানিও তার বাল্যকালে এমন এক মক্তবে পড়াশুনা করেছেন বলে

ইবনে খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন। অভিবাবকরা চাইতেন সন্তানদের প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য শিক্ষকের কাছে পাঠাতে। সেকালের এমনই এক প্রসিদ্ধ শিক্ষক মুসলিম বিন হুসাইন বিন হাসান আবুল গানায়েম (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী)। ইবনে আসাকির তার প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ জনগন মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতো। এমনকি খলীফা ও আমীররাও মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তার দুই সন্তান মামুন ও আমিনের জন্য মালেক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। ইমাম মালেক তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ইলমের কাছে আসতে হয়। ইলম কারো কাছে যায় না। শেষে খলীফা তার দুই সন্তানকে ইমাম মালেকের কাছে পাঠাতে সম্মত হন। ইমাম মালেক শর্ত দেন, তারা সবার চোখের আড়ালে মজলিসের একেবারে শেষ প্রান্তে বসবে। খলীফা এই শর্ত মেনে নেন। মেহরাজ বিন খালাফ তিউনেসিয়ার একটি মক্তবে পড়াতেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মক্তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না । তারাও সকাল বেলা বাচ্চাদেরকে পড়াতেন। তাবেয়ী আবদু রব্বিহী ইবনে সুলাইমান জানিয়েছেন উম্মে দারদা কাঠের ফলকে বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক বাক্য লিখে তাকে শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে একটি ছিল ‘বাল্যকালে প্রজ্ঞা শিখ, পরবর্তী জীবনে সে অনুযায়ী কাজ করবে’। এ সকল মক্তবের পাঠ্যক্রমও ছিল বৈচিত্র্যময়। এসব মক্তবে শেখানো হতো কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত ও হস্তলিপি। পড়ানো হতো প্রয়োজনীয় মাসআলা -মাসায়েল, কবিতা ও আরবী ব্যকরণ। প্রাথমিক হিসাব নিকাশও ছিল পাঠ্য এমনকি ছাত্ররা পড়তো ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীও। আলকামা বিন আবি আলকামার মকতবে আরবী ভাষা, ব্যকরন ও ছন্দ পড়ানো হতো। সাধারণত পাচ ছয় বছর বয়সী বাচ্চারাই এসব মক্তবে পড়তো । এই বয়সেই বাচ্চারা কুর আন হিফজ শুরু করত।এসব মক্তব শিক্ষকদের অনেকেই নিজের জীবনে উন্নতি করেছেন পরে। শুরুতে বলা হয়েছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা । শুরুর দিকে ছিলেন মকতবের শিক্ষক। পরে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তিনি ইরাকের গভর্ণর হন। এমনই আরেকজন হলেন ইসমাঈল বিন আব্দুল হামিদ । জীবনের শুরুর ভাগে মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন

হলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসনামলে তিনি মন্ত্রী হন। সাধারণত শিক্ষকরা ছাত্রদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করতেন। তবে যাহহাক বিন মুজাহিম ও আব্দুল্লাহ বিন হারিস সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা লিখেছেন তারা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না।

মক্তব প্রতিষ্ঠার সামাজিক গুরুত্ব:

মক্তব ছাড়া সাধারণ মুসলমানের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন। মক্তবে পড়ানো ও পড়তে যাওয়া ঈমান চর্চার তাগিদে হয়ে থাকে। তাই মুসলিম সমাজে মক্তবের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয়কে মক্তব বলে। মক্তব বাঙালি মুসলমানের হাজার বছরের ঐতিহ্য। সাধারণত মক্তব বলতে আমরা বুঝি এমন স্থান, যেখানে বাচ্চাদের শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত শেখানো হয়। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক, মৌলিক ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দেয়া হয়। মূলত কোরআন-হাদিসের প্রাথমিক বিষয়গুলো পাঠদান করা হয় মক্তবে। সেই সঙ্গে ইবাদত-বন্দেগি, অজু-গোসল, নামাজ-রোজা, জানাজা- এসবের বিধানাবলি ও বিভিন্ন দোয়া শেখানো হয় মক্তবে। ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, মক্তব শিক্ষা হচ্ছে শিশুদের ঈমান বৃদ্ধির দুর্গ, ধর্মীয় মূল্যবোধের পাঠশালা, ঈমান জাগানিয়া শিক্ষা ও কোরআন মাজিদ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর। মক্তব মুসলমানদের আদি ও মৌলিক শিক্ষাক্রম। একজন মুসলমান হিসেবে যতটুকু জ্ঞানার্জন জরুরি, তার সিংহভাগ মক্তব থেকে অর্জন করা সম্ভব। মক্তব শিক্ষায় রয়েছে ইতিবাচক প্রভাব : মক্তবের শিক্ষা একজন মুসলিম শিশুর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মক্তবের পাঠ যে যত গভীর থেকে ধারণ করতে পারে, সে তত মার্জিত ও শালীন হয়। মোটাদাগে এ কথা বলা যায়, মক্তবে পড়ার কারণে একজন শিশু মানবিক ও সুনাগরিক হয়ে ওঠে। এখানে শিশুদের আদব-কায়দা, ভদ্রতা, শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মমতা শেখানো হয়।
শিক্ষণ পদ্ধতি:

ফজর নামাজের পর থেকে দুই ঘণ্টা সময়ের জন্য পরিচালিত হয়। শহরের বিভিন্ন সরকারি আবাসিক এলাকায় সাধারণত মক্তব জোহর বা আসরের পর পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য মুসলিম বাচ্চাদের ধর্মের মূল কথাগুলো শেখানো; যাতে তারা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে, ইবাদত পালনে কোনো ধরনের ত্রুটি সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারত উপমহাদেশে মক্তবভিত্তিক ধর্ম শেখার শিক্ষালয় চালু হয়েছে হাজার বছর আগে। বিশেষত ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করলে মসজিদভিত্তিক মক্তব ব্যাপকতা লাভ করে।

হাজার বছরের ঐতিহ্যের শিক্ষা :

মক্তবভিত্তিক পাঠদানের নিয়ম ও প্রচলন আজও আছে। তবে মক্তবগুলো এখন আর আগের মতো খুব গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয় না। এর মূলে দুটো কারণ আছে- এক. সকালবেলার স্কুল ব্যাপক হওয়া, দুই. মসজিদের ইমামদের প্রতি অবহেলা, তাদের জন্য সম্মানদায়ক বেতন নির্ধারণ না করা। এ দুটো কারণ বর্তমান সময়ে মক্তব শিক্ষার অবনতির পেছনে দায়ী। বর্তমানে মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারও মক্তব শিক্ষার আবেদন হারানোর জন্য আংশিক দায়ী। মক্তব ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্রতা, সৌজন্য, নম্রতা, বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেয়া হয় মক্তবে। এ ছাড়া হালাল-হারাম, পাক-পবিত্রতার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও শেখানো হয় সেখানে। মক্তবে কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বড়দের সালাম এবং সম্মান দেয়া, সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় শেখানো হয়। শৈশবে এ আলোকে সন্তানদের গড়ে তোলা না গেলে কারণে-অকারণে সে সুযোগ হয়ে ওঠে না। বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) মক্তব সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন। যার সারমর্ম হলো, যদি এ মক্তব-মাদ্রাসা না থাকত, তাহলে মুসলমানের সন্তানরা নৈতিকতা হারিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানের অন্ধ অনুসরণে নিজেদের পরিচয়টুকুও হারিয়ে ফেলত। মুছে যেত মুসলমানের আদর্শ, স্বকীয়তা ও আত্মগৌরব।

মক্তবে পড়ার সুফল :

সকালের মক্তবে যারা পড়েছে, তাদের সহজে কেউ ঈমানহারা করতে পারে না। শিশুর মন নরম কাদামাটির মতো। এ হৃদয়ে যখন সে গেঁথে নিয়েছে 'আমানতু বিল্লাহি কামাহুয়া' ও 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি', তখন তার হৃদয়টা শক্ত ঈমানে বেষ্টিত হয়েছে। লোভ-লালসা কিংবা দুনিয়াবি কোনো কারণে ফরজ বিধানগুলো সাময়িক ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু ঈমান কখনও ছাড়বে না। একটি পরিসংখ্যানে ফুটে উঠেছে, বিশ্বের আধুনিক দেশগুলোতে লক্ষ করলে দেখা যায়, যেকোনো ধর্মের হোক, অনায়াসে নাস্তিকদের দল বড় হচ্ছে; ধর্ম থেকে সরে আসছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। কারণ, হিসেবে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে মক্তবের তখনকার সময়ে গুরুত্ব ছিল, নিকট-অতীতেও বাংলার প্রায় প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মক্তবের ব্যাপক চর্চা ছিল। বাংলার পথেঘাটে ভোরের পাখিদের সঙ্গে মক্তবগামী কোরআনের পাখিদের দেখা মিলত। আর এটাই মক্তবের সফলতা। বাঙালি মুসলমানের ঈমান ও আমল আজও মক্তবের শিক্ষাকে ধারণ করে পরিচালিত হয়। তাই দেশে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যতই বৃদ্ধি পাক, মক্তবের আবেদন কখনও ম্লান হবে না। মক্তব সবার জন্য এবং সব সময়ের জন্য জরুরি।

মক্তব নিয়ে ষড়যন্ত্র:

দিন দিন মক্তবে শিক্ষার্থী কমছে। ১৯৯৫ সালে মহল্লার প্রতিটি ঘর থেকে মক্তবে পড়তে যেত শিশুরা। ২০০৫ সালেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। এক জরিপে দেখা যায়, ২০০৫ সালে যে মক্তবে ১০০ শিক্ষার্থী ছিল, বর্তমানে সেই মক্তব চলে ২০ জন শিক্ষার্থী দিয়ে। তাও মাঝেমধ্যে বন্ধ থাকে, বিকেলবেলা শিক্ষার্থীরা আসে, ভোরবেলায় এক্সামওপ্রাইভেট অথবা ঘুমের টাইম। যে ক'জন শিক্ষার্থী ভোরবেলা আসে, পারিবারিকভাবে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, যৌথ পরিবার, বয়োবৃদ্ধ দাদা-দাদি পরিবারে আছে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী এমন পরিবারের সন্তানরাই আসে। অথচ মহল্লায় বসতি বেড়েছে, মুসলিম শিশুসংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার্থী কমেছে। কারণ খুঁজলে দেখা যায়, মক্তবের গলার কাঁটা প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেগুলো প্রথমে মর্নিং স্কুলের বেশে এ দেশে প্রবেশ করেছে।

সচেতনতা ও সতর্কতা প্রয়োজন :

সমাজে মসজিদভিত্তিক মক্তবের গুরুত্ব বাড়াতে হবে। মক্তবের ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের ঈমান শেখানোর জন্য, ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞানদানের জন্য ভোরবেলা ফ্রি টাইম বের করতে হবে। 'স্কুল শেষ হলে' উপযুক্ত সময়ে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। আজকাল দেশের বিভিন্ন শহরে 'আফটার স্কুল মক্তব' চালু হয়েছে। যারা সকালের মক্তবে বাচ্চাদের দিতে পারেন না, খোঁজ নিয়ে বিকেলবেলা এসব মক্তবে হলেও শিশুর ধর্মের মৌলিক শিক্ষা তাদের নিশ্চিত করা কর্তব্য। মক্তব হলো মুসলিম শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে তারা কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়মকানুন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখে। মক্তব শব্দের অর্থ 'লেখার স্থান' বা 'শিক্ষাকেন্দ্র' এবং এটি সাধারণত মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে। ২০ শতকের আগ পর্যন্ত মক্তব মুসলিম বিশ্বে জনশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম ছিলো।

মক্তবের মূল কাজ:

কুরআন শিক্ষা করানোই মক্তবের মূল কাজ। মক্তবে শিশুদের বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে ও তেলাওয়াত করতে শেখানো হয়। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা: ওজু, গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদত পালনের নিয়মকানুন শেখানো হয়। এর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য:

মক্তব হলো মুসলিম সভ্যতার প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা থেকে অনেক জ্ঞানী ও আলেম তৈরি হয়েছেন। মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নৈতিক ও সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব, যা সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে মক্তব মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই মক্তবের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে তা ছিল অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ। হিজরি প্রথম শতকগুলোতে মক্তবের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কারণ মক্তবেই উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হতো। মক্তব ছিল আমাদের আধুনিক যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এবং সংখ্যায় ছিল প্রচুর। ইবনে হাওকাল(১) জরিপ করেছেন যে, সিসিলির একটিমাত্র শহরেই তিনশ মক্তব ছিল।(২) মক্তব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শিশুদেরকে পড়া ও লেখা শেখানো এবং তাদের কুরআন হিফয করানো। এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বদর যুদ্ধের পরে তিনি মুশরিক বন্দিদের নির্দেশ দেন যে, তাদের প্রত্যেকে দশজন বালককে লেখা শেখাবে। এই বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই সময় একদল আনসারি বালকের সঙ্গে যায়দ ইবনে সাবিতও লেখা শেখেন।(৩) মক্তবে শিশুরা আরবি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান শিখত। বিশেষ করে যখন তারা স্লেটে কুরআনুল কারিমের আয়াত বা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস লিখত। মহান সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলির (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে মক্তবের শিক্ষকগণ (আদব শিক্ষাদাতারা) কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, মক্তবের শিক্ষকের একটি পাত্র থাকত। প্রত্যেক শিশু

পালাক্রমে প্রতিদিন পরিষ্কার পানি নিয়ে আসত এবং ওই পাত্রে রাখত। এই পানি দিয়ে তারা স্লেট মুছত। শিশুরা মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ত এবং ওই পানি গর্তে ঢাললে তা শুকিয়ে যেত। লেখার কালি কি হাত-পায়ে লেগে যেত না? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। লেখার কালি তারা পা দিয়ে মুছত না, বরং রুমাল দিয়ে বা এরকম কিছু দিয়ে মুছত।(৪) সেই যুগের শিশুদের অন্তরে আরবি হরফের প্রতি যে কী সম্মান ছিল তা উপর্যুক্ত উজ্জ্বল চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তারা ইলাহি ওহি (কুরআনের আয়াত) লিখত। তারা তা মোছার জন্য পবিত্র পানি আনত, মাটিতে গর্ত খনন করত এবং শুকিয়ে যাওয়ার জন্য তাতে ওই পানি ঢেলে দিত।(৫) মক্তবের বহু শিক্ষক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি(৬) একটি মক্তবে শিক্ষক ছিলেন। শিশুদের পড়াতেন এবং বিনিময়ে তারা তাকে রুটি দিত।(৭) দাহহাক ইবনে মুযাহিমের ব্যাপারে এটা বিদিত যে, তিনি কুফার একটি মক্তবে শিশুদের আদব শিক্ষাদাতা ছিলেন। তার কাছে ছিল তিন হাজার শিশু।(৮)

ইয়াকুত হামাবি(৯) 'মুজামুল উদাবা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম বালখির মক্তবে তিন হাজার ছাত্র ছিল। তার মক্তবটি ছিল বিশাল, তিন হাজার ছাত্রের জায়গা সংকুলান হতো। এ কারণে মক্তবের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘোরা এবং সব ছাত্রের তদারকির জন্য বালখির গাধায় চড়ার প্রয়োজন পড়ত।(১০) বড় বড় ফকিহ ও আলেমগণের অনেকেই শৈশবে মক্তবে পড়াশোনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শৈশবে মক্তবে পড়াশোনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মায়ের কোলে থাকতেই এতিম হয়েছিলাম। তিনি আমাকে মক্তবে পাঠালেন। মক্তবে কুরআন খতমের (হিফযের) পর মসজিদে দরসে বসতে শুরু করলাম। আমি আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসা করতাম।(১১) শাম বিজিত হওয়ার পর সেখানে দ্রুত মক্তবের বিস্তার ঘটে। বিজয়ীদের সন্তানেরা সেখানে পড়াশোনা করে। আদহাম ইবনে মুহরিয বাহিলি হিমসি(১২) বলেন, আমি হিমসে জন্মগ্রহণকারী মুসলিমদের প্রথম সন্তান। আমিই প্রথম সন্তান যে কুরআনের লিখিত কপি বহন করে নিয়ে যেত। আমি বিভিন্ন মক্তবে গিয়েছি এবং কুরআন

শিখেছি।(১৩) তখন মক্তবে আরও যারা পড়তেন তাদের মধ্যে ছিলেন বসরার বিখ্যাত কাজি ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানির শিশুপুত্র।(১৪) পিতারা সবসময় চাইতেন যে তাদের সন্তানেরা ভালো শিক্ষকের কাছে যাক। শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ রকম শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আবুল গানাইম (মৃ. ৫৪৪ হি.)। তার সম্পর্কে ইবনে আসাকির বলেছেন, তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে ব্রতী হন। এই ক্ষেত্রে তার উত্তম প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভালো শিক্ষকতা ও গণিতে পারদর্শিতার কারণে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়।(১৫) আমির ও খলিফাগণ শিক্ষকদের ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীদের সম্মান করতেন। তাদের দেখে সম্মানার্থে বাহন থেকে নেমে পড়তেন। এই কারণে শিক্ষকেরা সর্বস্তরের মানুষ থেকে প্রচুর সম্মান পেতেন। একবার খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালিক রহ.-কে ডেকে লোক পাঠালেন। যাতে খলিফার দুই ছেলে আমিন ও মামুন তার থেকে হাদিস শুনতে পারে। ইমাম মালিক অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, ইলমের কাছে সবাই আসে, ইলম কারও কাছে যায় না। খলিফা হারুন দ্বিতীয়বার লোক পাঠালেন। বললেন, আমি আপনার কাছে আমার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো, তারা আপনার ছাত্রদের সঙ্গে হাদিস শুনবে। ইমাম মালিক বললেন, তাহলে শর্ত এই যে, তারা মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এসে বসবে না। বরং মজলিসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। খলিফা-পুত্রদ্বয় বর্ণিত শর্ত মেনে হাদিসের দরসে উপস্থিত হতো।(১৬) মক্তবের শিক্ষাবিস্তারে প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাবিয়ি আবদু রাব্বিহি ইবনে সুলাইমান বলেছেন, উম্মুদ দারদা রা. যে স্লেটে আমাকে পড়ালেখা শেখাতেন তাতে লিখে দিলেন, তোমরা শৈশবে জ্ঞান শেখো এবং বড় হয়ে সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করো। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেকে ভালো বা মন্দ যে বীজ বপন করে তারই ফসল সংগ্রহ করে।(১৭) ইসলামি বিশ্বে মক্তবে শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্যসূচি একইরকম ছিল না। বিভিন্ন স্থানে তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যদিও সব জায়গায় পাঠ্যসূচিতে কুরআনুল কারিম, পাঠ ও লেখা, ইতিহাস ও কাহিনি, প্রাথমিক দ্বীনি হুকুম-আহকাম, কবিতা, প্রাথমিক গণিত, আরবি ভাষার ব্যাকরণ

অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্তবে শিশুদের বড়জোর পাঁচ-ছয় বছর পড়ালেখা করতে হতো। তারা পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হতো। শিশুরা এই সময়ের মধ্যে পুরো কুরআন হিফয করত। কেউ কেউ অধিকাংশ সুরা বা কিছু সুরা হিফয করত। মক্তবে শিশুদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে এবং কুরআন হিফয সমাপ বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা অনেক, কারণ এটি শিশুদের নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তি গড়ে তোলে, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত এবং আরবি ভাষা শেখা। মক্তব শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেয় না, বরং এটি নৈতিকতা, আদব-কায়দা এবং ভালো আচরণের প্রথম পাঠশালা হিসেবেও কাজ করে। আধুনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে এবং মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় পরিচিতি ও মূল্যবোধ সুদৃঢ় করতে মক্তব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক সমাজে মক্তবের প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সময়ে যেখানে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যায়। সেখানে মক্তব শিশুদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং তাদের ধর্মীয় পরিচিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। মক্তব শিক্ষার প্রয়োজন কারণ এটি মুসলিম শিশুদের ইসলামের মৌলিক বিষয়, যেমন - কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস, নামাজ ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। এটি মুসলিম সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা যা শিশুদের ধর্মীয় ভিত্তি মজবুত করে এবং তাদের মধ্যে সঠিক জীবনদৃষ্টি তৈরি করে।

নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশ:

আদর্শবান মানুষ হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে আমাদের চরিত্র সুন্দর ও নিষ্কলুষ করে নিতে হবে। নবীজি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চরিত্রের সাক্ষী দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' সূরা কলাম:০৪। মকতবে শিক্ষা দেওয়া হয় নবীজির উত্তম চরিত্র ও গুনাগুন। এটি শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এবং তাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

প্রাথমিক সাক্ষরতা:

ঐতিহাসিকভাবে, মক্তব ছিল আরবি, ফারসি এবং কখনও কখনও বাংলা শেখার একটি মাধ্যম, যা প্রাথমিক শিক্ষার একটি ভিত্তি ছিল. নেয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করতে থাকেন।' (মুসলিম ২০৭৪)। কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হবেন কোরআনের পাঠক। সেদিন বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। তোমার পড়া যেখানে শেষ হবে সেখানেই হবে তোমার স্থান। (মুসনাদে আহমদ ১৯২)। পৃথিবীতে এমন একটি গ্রন্থ কী খুঁজে পাওয়া যাবে যে গ্রন্থের একটি শব্দ পড়লে দশটি নেকী পাওয়া যায়। অথচ কোরআনের একটি হরফ পড়লে একটি নেকি হয়। আর একটি নেকি দশ নেকির সমান। (বোখারি: ৬৪৬৯)। কোরআন তেলাওয়াতের এই সম্মান শুধুমাত্র তেলাওয়াতকারী নিজেই পাবে তা কিন্তু নয়! মা-বাবাকেও দেয়া হবে সম্মান। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে ও তদনুযায়ী আমল করে, কেয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, তার আলো হবে সূর্যের আলো অপেক্ষা প্রখর। (আবু দাউদ ৩৬৭৫)। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ ছেলে মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়ে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করছে, এটা ঠিক। কিন্তু আমরা যদি চিত্রের উল্টো পৃষ্ঠের বিষয়টি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো, ওইসব জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলে-মেয়েরা নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে যথেষ্ট উর্ত্তীণ নয়। এটা দেশ সমাজ ও জাতির জন্য মোটেও সুখকর নয়। সত্যিকার অর্থে একটি সোনার বাংলাদেশ গঠন করতে চাইলে মক্তবশিক্ষার প্রসার রাষ্ট্রীয়ভাবে বাড়ানো জরুরি।

মকতব আদর্শ বিদ্যাপীঠ:

শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হলো, স্রষ্টার পরিচয় এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা। আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। সর্বোপরি মনুষ্য মননে আখেরাতের চেতনা জাগরুক করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মেধার বিকাশ, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির উন্নয়ন। যেখানে এই মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় না, তা কখনো আদর্শ বিদ্যাপীঠ হতে পারে না। মকতবে যেহেতু এই উভয় বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই মকতব হলো আদর্শ বিদ্যানিকেতন।

ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষাদান:

নবীজি বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

১.এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

২.নামায প্রতিষ্ঠা করা

৩.যাকাত প্রদান করা

৪.হজ করা এবং

৫.রমজান মাসে রোজা রাখা। সহীহ বুখারী-০৮।

এই মৌলিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই মকতবে ইমান-আকিদা, ইবাদত-বন্দেগী, হালাল-হারাম, সুন্নত ওয়াজিব ফরজ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি এগুলো কিভাবে সঠিক নিয়মে বিশুদ্ধভাবে আদায় করা যায় সেটাও হাতে-কলমে শিখিয়ে দেওয়া হয়। মাসনুন দোয়া, মাসআলা মাসায়েল প্রভৃতি ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি ধারনা শিশুরা মকতব থেকেই গ্রহণ করে। কুরআন হাদীস শিক্ষা: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'এবং সুস্পষ্টভাবে তুমি কুরআন তেলাওয়াত করো।' সূরা মুজাম্মিল:০৪। নবীজি বলেছেন, 'সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।' সহীহ বুখারী-৫০২৭। মকতবে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ পড়ার জন্য মকতবে শিশুদের সর্বপ্রথম শিক্ষা দেওয়া হয় অক্ষর জ্ঞান ও শুদ্ধ উচ্চারণ। তারপর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন এবং আরবি পড়ার নিয়ম কানুন ইত্যাদি। মকতবের

পাঠ্যতালিকায় রয়েছে কায়দা, আমপারা, তাজবিদ, পূর্ণাঙ্গ কুরআন নাজেরা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদিস মুখস্ত। পড়ালেখার অনুশীলন ও পাঠাভ্যাস শিশুরা মকতব থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

মক্তব শিক্ষার উদ্দ্যেশ্য :

কোরআনে কারিম আল্লাহতায়ালার কিতাব। এটা মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদের যা যা প্রয়োজন হবে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে কোরআনে কারিমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।’ সুরা নাহল : ৮৯ কোরআনে কারিমের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি এটি বোঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সে তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, হৃদয়ে নাড়া দেয়। অন্তরকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে। আত্মাকে করে সংশোধিত। মানুষকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। তার প্রভাব শুধু মানবকুল পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং একে যদি খুব মজবুত ও শক্ত পাহাড়ে অবতীর্ণ করানো হতো তাহলে অবশ্যই সেটি কেঁপে উঠত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে আপনি দেখতে পেতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহতায়ালার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।’ সুরা হাশর : ২১ কোরআন মজিদ আল্লাহতায়ালার একটি বিশাল নেয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এটা আমরা পেয়েছি। তাই আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা করে কোরআনের হকগুলো যথাযথভাবে আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। ইসলামি বিদ্বানদের মতে, কোরআনে কারিমের হকগুলোর অন্যতম হচ্ছেবিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখা, কোরআন বুঝে পড়া, কোরআনের বাণী বাস্তবায়নে চেষ্টা করা এবং কোরআনের শিক্ষার প্রচার-প্রসার। আমাদের দেশে বিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখানো ও মুখস্থ করার জন্য

অনেক মাদ্রাসা রয়েছে। সেখানে অনেকেই পড়াশোনা করছে, কোরআন মজিদ মুখস্থ করে হাফেজ হচ্ছে। কিন্তু এর বাইরে প্রচুর শিক্ষার্থী ও মানুষ কোরআন শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের পবিত্র কোরআন শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেশ কিছুদিন আগেও প্রায় এলাকাতেই মসজিদভিত্তিক কোরআন শিক্ষার প্রভাতী মক্তব চলত। শিশুদের কোরআন শিক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল সকালের এসব মক্তব। সেখানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত, প্রয়োজনীয় মাসয়ালা, দোয়া-দরুদ ও নামাজ-রোজার নিয়ম-কানুন শিখত। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য মক্তব শিক্ষা কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো শিশুদের দলবেঁধে কোরআন শিক্ষার জন্য মসজিদের মক্তবে যেতে দেখা যায় না। আলিফ, বা, তাএর শব্দে মুখরিত হয় না গ্রামবাংলার জনপদ। কিছুদিন আগেও সকালে গ্রামে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মা-বোনদের কণ্ঠে গুন গুন করে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ পাওয়া যেত। এখন এসব ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। নানা কারণে মক্তবগুলো বন্ধ কিংবা বন্ধের পথে। এর প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। এ কারণে এলাকার শিশু-কিশোররা কোরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও নামমাত্র মক্তব চালু আছে। কিন্তু সেগুলোতেও আগের মতো জৌলুশ নেই। শিশুদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ফলে আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হলেও শুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। কোনো কোনো অভিভাবক হয়তো বাসায় প্রাইভেট টিউটর রেখে কোরআন শেখাচ্ছেন, তাতে কেউ কেউ কোরআন এক খতম করে দায়িত্ব শেষ মনে করছে। কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ অনুশীলন ও চর্চা না থাকার কারণে পরবর্তী জীবনে কোরআন পাঠ ভুলে যাচ্ছে। যে ঘরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত হয়, সে ঘরে আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যখন লোকেরা কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব কোরআন পাঠ করে, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহতায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয় এবং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের।

উপসংহার:

মক্তব কেবল শিক্ষার একটি প্রাথমিক ধাপ নয়, এটি শিশুর নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের মূল ভিত্তি। শিশুদের জীবনের শুরু থেকেই সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া জরুরি, এবং মক্তব সেই দিকনির্দেশনার জন্য আদর্শ স্থান। এখানে তারা কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে না, বরং সততা, ধৈর্য, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচারের মতো নৈতিক গুণাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়। এই মূল্যবোধগুলো তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হয় এবং ভবিষ্যতে সমাজের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথ সুগম করে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির বিস্তার ও দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে শিশুর মনকে স্থিতিশীল ও নৈতিকভাবে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল বা অন্যান্য আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র জ্ঞান দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মক্তব শিশুকে জীবনের নৈতিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করে। এটি শিশুকে আত্মপরিচয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত রাখে, যা তার ভবিষ্যতের ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সুতরাং, মক্তব শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি সমাজের জন্য একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি। শিশুদের জীবনের প্রথম ধাপ থেকেই সঠিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও নৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে মক্তব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যোগ্য, দায়িত্বশীল এবং নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবার ও সমাজ উভয়ের জন্য মক্তব একটি অমূল্য সম্পদ, যা শিশুর জীবনে জ্ঞান, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের আলো জ্বালিয়ে রাখে। আজকের সময়ে মক্তবের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ এটি আমাদের সমাজের আগামী প্রজন্মকে উন্নত, জ্ঞানী এবং নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জী :

১.মাসিক আল কাউসার পত্রিকা

২.দেশ রুপান্তর পত্রিকা

৩.Ourislam24.com

৪.Alokito Bangladesh

৫.Daily Inqilab

৬.ইসলামের বার্তা।